রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৫, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৮.০০.০০০০.০১৭.১৮.০২১.২০-৩৯১**—"মেরিটাইম শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট ভর্তির জন্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা (সংশোধিত) নীতিমালা-২০২২"

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমিসমূহ দক্ষ মেরিন কর্মকর্তা ও মেরিন প্রকৌশলী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক নৌসংস্থা বা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)-এর কনভেনশন **''Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended''** অনুসারে পরিচালিত এসব একাডেমি হতে নটিক্যাল সাইন্স ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রীসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটগণ দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী জাহাজে ক্যাডেট হিসেবে নিয়োজিত হয়। জাহাজে কাজের ধরন অফিস বা শিল্প কারখানার কাজের চেয়ে ভিন্নতর বিধায় এখানে কাজের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা আবশ্যক। সে কারণে সরকারি ও বেসরকারি একাডেমিসমূহে পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণের সমরূপ মান বজায় রাখা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে **"সরকারি ও বেসরকারি মেরিন একাডেমিসমূহে প্রি-সী নটিক্যাল সাইন্স ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ক্যাডেট ভর্তির নিমিত্ত সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের নীতিমালা ২০১৯"** প্রণয়ন করা হয়। এক্ষণে, বর্ণিত নীতিমালাটি সময়োপযোগী ও হালনাগাদ করে **"মেরিটাইম শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট ভর্তির জন্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা (সংশোধিত) নীতিমালা-২০২২"** প্রণয়ন করা হলো।

২। **উদ্দেশ্য :**

আন্তর্জাতিক সমুদ্রগামী জাহাজে মেরিন অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মেধাবী ও উপযুক্ত ক্যাডেট ভর্তি করা।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় :—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No.XXVI of 1983) As Amended-এর অধীন স্থাপিত নৌপরিবহন অধিদপ্তর;

(খ) "পরীক্ষক" অর্থ এই ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যক্তি;

(গ) "মহাপরিচালক" অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঘ) "মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা, ২০১১ পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) "সরকার" অর্থ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়;

(চ) "ক্যাডেট" অর্থ জাহাজে অফিসার পদে চাকরির জন্য মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত/ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী।

৪। **ভর্তির প্রক্রিয়া :**

(ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর সুবিধাজনক সময়ে ক্যাডেট ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি এবং অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা। এ জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইন ব্যবস্থা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(গ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ফি উল্লেখ করে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ;

(ঘ) ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদনকারী কর্তৃক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি/ বেসরকারি) নাম তাদের পছন্দের ক্রমানুযায়ী উল্লেখ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে পূরণের লক্ষ্যে একটি ফরম (Template) তৈরি করা।

৫। নির্বাচন পদ্ধতি ও ফলাফল :

(ক) প্রতিবছর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সভা করে একাডেমিভিত্তিক ক্যাডেট ভর্তির সংখ্যা নির্ধারণ;

(খ) "বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা, ২০১১" অনুসারে আবেদনকারীদের যোগ্যতা নির্ধারণ;

(গ) **আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :**

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগ অর্থাৎ ৬০% নম্বর অথবা জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত হয়ে উত্তীর্ণ হওয়া এবং এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও গণিতসহ প্রথম বিভাগ অর্থাৎ ৬০% নম্বর বা জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত হওয়া।

পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে ৬০% নম্বর এবং ইংরেজি বিষয়ে ৫০% নম্বর প্রাপ্ত হওয়া; ইংরেজিতে ৫০% নম্বর বা জিপিএ ৩.০০ এর ঘাটতি থাকলে IELTS পরীক্ষায় ৫.৫ স্কোর অর্জন করা;

অথবা,

ইংরেজি মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের আওতায় পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইংরেজিসহ ন্যূনতম ৫টি বিষয় নিয়ে C গ্রেডে O-Level সনদপ্রাপ্ত এবং পদার্থবিদ্যা ও গণিতসহ C গ্রেডে A-Level সনদ থাকা আবশ্যক।

(ঘ) শারীরিক যোগ্যতা :

আবেদনকারীদের বয়স সর্বোচ্চ ২২ বছর, উচ্চতা: পুরুষ-৫' ৪" এবং নারী-৫' ২", ওজন: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার BMI চার্ট মোতাবেক হওয়া আবশ্যক (BMI ন্যূনতম ১৭ এবং সর্বোচ্চ ২৫; দৃষ্টিশক্তি নটিক্যাল ক্যাডেটদের জন্য ৬/৬: ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের জন্য ৬/১২, চশমাসহ অবশ্যই ৬/৬ হতে হবে)।

(ঙ) এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা যেতে পারে:

- এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এর ১৫ গুণ = ৭৫ নম্বর (সর্বোচ্চ);
- এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ এর ২৫ গুণ = ১২৫ নম্বর (সর্বোচ্চ);
- লিখিত পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক (MCQ পদ্ধতি) = ১০০ নম্বর;
- সর্বমোট = ৩০০ নম্বর;
- লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৪০%।
- নৈর্ব্যক্তিক (MCQ পদ্ধতি) = ১০০ নম্বর।
- বিষয় ভিত্তিক নম্বর বিভাজন :- পদার্থবিজ্ঞান-২৫, গণিত-২৫, বাংলা-১৫, ইংরেজি-২০ বাংলাদেশ ও সাধারণ জ্ঞান-১৫।
- পরীক্ষায় মোট ২০০টি প্রশ্ন থাকবে।
- এসএসসি, এইচএসসি ও লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত মেধা তালিকা প্রণয়ন;
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থীর প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।

৬। নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত দুটি কমিটি সমন্বিত ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

৬.১ পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি :

ক. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় - আহ্বায়ক

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির একজন প্রতিনিধি - সদস্য

গ. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব) - সদস্য

ঘ. ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর - সদস্য

ঙ. নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর - সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে অথবা উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

৬.২ ভিজিল্যান্স/পরিদর্শন কমিটি :

ক. কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম/পাবনা/বরিশাল/সিলেট এবং রংপুর

খ. অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

গ. সভাপতি, এসোসিয়েশন অব মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ, ঢাকা

ঘ. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ০১ জন প্রতিনিধি

ঙ. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সদস্য

৭। প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষা :

(ক) প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষা: দৌড় ৪০০ মিটার, পুশআপ ১০টি, রোপ আরোহণ ন্যূনতম ৩ মিটার ও সাঁতার ন্যূনতম ৬০ মিটার একটানা অতিক্রমে সক্ষমতা;

৮। মৌখিক ও চক্ষু পরীক্ষা :

(ক) প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য হতে ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থীর মৌখিক ও চক্ষু পরীক্ষা (ল্যাণ্টার্ণসহ) গ্রহণ করা হবে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর/নৌবাণিজ্য দপ্তর ল্যান্টার্ণ টেস্ট গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

(খ) মৌখিক পরীক্ষায় কোন নম্বর থাকবে না। প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব এবং শারীরিক সক্ষমতা বিবেচনা করা হবে।

(গ) নীতিমালার অধীন গঠিত পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোর্ড গঠন করবে।

৯। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ :

(ক) নৌপরিবহন অধিদপ্তর ভর্তির জন্য চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। সে আলোকে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে;

(খ) ক্যাডেট ভর্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট একাডেমি International Maritime Organization (IMO) এর Protocol অনুযায়ী প্রার্থীর সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং ভর্তির সময় প্রার্থীর নিকট থেকে হাঁপানি, মৃগীসহ ক্রনিক রোগে আক্রান্ত নয় মর্মে ঘোষণাপত্র গ্রহণ;

(গ) নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘণ্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা ২০১১ এবং সরকার অনুমোদিত ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। প্রার্থীদের বুকের এক্সরে, প্রস্রাব (সুগার/এলবুমিন), রক্ত (ভি.ডি.আর.এল), দৃষ্টিশক্তি, ডোপ টেস্ট ও শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা করতে হবে। চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ল্যান্টার্ণ টেস্ট এর সকল খরচ সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বহন করবে।

(ঘ) চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ক্যাডেট ভর্তি না হলে পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ঙ) ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

১০. কার্যকারিতা :

নীতিমালাটি ১ জুন ২০২২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd